আহকামে কুরবানী

ফাযায়েল ও জরুরী মাসায়েল

❖ রচনায় ❖

মাওলানা মুফতী কামালুদ্দীন

❖ ব্যবস্থাপনায় ❖

আল-মানাহিল ইসলামিক ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন বাংলাদেশ

আহকামে কুরবানী

(ফাযায়েল ও জরুরী মাসায়েল)

❖ রচনায় ❖

মাওলানা মুফতী কামালুদ্দীন

احقر بندہ محمد شاہد محمود سراجی

❖ প্রকাশনায় ❖

আল-মানাহিল ইসলামিক ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন বাংলাদেশ

আহকামে কুরবানী, ঈদ ও আকীকা
ফাযায়েল ও জরুরী মাসায়েল

❖ রচনায় ❖
মাওলানা মুফতী কামালুদ্দীন
ফাযেলে তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহ্‌, জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম।
সহকারী পরিচালক, জমীরিয়া ফতওয়া ও দাওয়াত সেন্টার, লাকসাম, কুমিল্লা।

❖ সম্পাদনায় ❖
মাওলানা মুফতী আবূ ইউসুফ সাহেব
মুহাদ্দিস, পরিচালক ফত্‌ওয়া ও তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্বহ্ বিভাগ
জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম।

❖ সার্বিক তত্ত্বাবধানে ❖
মাওলানা মুফতী কুতুবুদ্দীন সাহেব
ওস্তাদ ও মুফতী, জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম।

❖ প্রকাশনায় ❖
আল-মানাহিল ইসলামিক ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন বাংলাদেশ

❖ প্রকাশকাল ❖
১৫ই যিলকদ ১৪২৬ হিজরী
কম্পোজ : নকীয়া কম্পিউটার জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর।

❖ প্রাপ্তিস্থান ❖
জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম
জমীরিয়া ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন এন্ড আইডিয়াল একাডেমী
নানুপুর, চট্টগ্রাম।
জমীরিয়া ফত্‌ওয়া ও দাওয়াত সেন্টার, লাকসাম,কুমিল্লা।
জমীরিয়া দাওয়াত সেন্টার, নারায়ণগঞ্জ।

হাদিয়া- ১০ টাকা মাত্র।

কুত্‌বে যমান শায়খুল আরব ওয়াল আজম
হযরত মাওলানা শাহ জমীর উদ্দীন পীর সাহেব নানুপুরী (দাঃবাঃ)এর দোয়া ও বাণী

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম।
আম্মা বা'দ,
আমার স্নেহের বাবা মুফ্‌তী কামালুদ্দীন সাহেব জামেয়া ওবাইদিয়া নানুপুর এর ফত্‌ওয়া ও তাখাস্‌সুস্‌ ফিল ফিক্‌হ্‌-এর একজন ফাযেল । তিনি তাঁর ওস্তাদদের তত্বাবধানে থেকে কুরবানীর ফাযায়েল ও জরুরী মাসায়েল সম্বলিত কিতাব ''আহকামে কুরবানী'' লিখে এক বিরাট খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন । আমরা আল্লাহকে রাজী-খুশী করার উদ্দেশ্যে কুরবানী করে থাকি । অথচ জরুরী মাসায়েলগুলোর উপর আমাদের তেমন ধারণা নেই। এই পুস্তিকাটিতে জরুরী মাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী পুস্তিকাটি পাঠ করে আমল করলে অন্তত পক্ষে প্রত্যেক মাসআলার বিনিময়ে এক হাজার রাকাত নফল নামাযের সওয়াব পাবেন।
কিতাবটির বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে ''আল- মানাহিল ইসলামিক ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন বাংলাদেশ'' এটি ছাপানোর দায়িত্বভার গ্রহণ করাতে আমি আনন্দিত হলাম। আল্লাহপাক লেখক, পাঠক, প্রকাশক, প্রচারক, সাহায্যকারক সকলকে এ ধরনের আরো বেশী বেশী দাওয়াতী কাজ করার তাওফীক দান করুক। আমীন।

মোহতাজে দোয়া,

মুহাম্মদ জমীর উদ্দীন
মুহতামিম
জামেয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম।
তাং- ০৫/১১/২৬ হিজরী

সম্পাদকের আরজ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد/

এ কথাটি দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত যে, আল্লাহ তা'য়ালাকে রাযী খুশি করার উদ্দেশ্যে কুরবানী করা ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিধি বিধান সমূহ থেকে একটি অন্যতম বিধান। যার পিছনে রয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর হৃদয় বিদারক করুণ কাহিনী যা ইতিহাসের গৌরবময় একটি অংশ এবং শিক্ষনীয় অনেক ঘটনা, তাকওয়া-পরহেজগারীর নমূনা, আন্তরিক পরীক্ষার একটি নযীর বিহীন কষ্ঠিপাথর।

এ কুরবানী দ্বারা আল্লাহ পাক মানুষের অন্তর পরীক্ষা করে থাকেন। যাছাই বাছাই করেন মানব অন্তরের তাকওয়া, তাহারাত। ইসলামে এ কুরবানীর অনেক গুরুত্ব, ফযীলত ও তাৎপর্য রয়েছে এবং রয়েছে অনেক বিধি বিধান। যেমন কুরবানীকারীর ব্যাপারে, কুরবানীর পশুর বয়সের ব্যাপারে, কোন ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে, যবেহকৃত জন্তুর গোস্ত, চামড়া, হাঁড়ের ব্যাপারে, যবেহ করার নিয়ম কানূন সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিধি বিধান রয়েছে, যা জানা বিশুদ্ধ ভাবে কুরবানী করার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের উপর অত্যন্ত সাবলীল ও সরল ভাষায় তাহকীকের সাথে ‘‘আহকামে কুরবানী’’ নামক কিতাব খানা রচনা করেছেন, নানুপুর জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া চট্টগ্রাম এর উচ্চতর ফতওয়া ও তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্বহ থেকে ফারেগ, লাকসাম জমীরিয়া ফতওয়া ও দাওয়াত সেন্টারের সহ পরিচালক মাওলানা মুফতী কামালুদ্দীন সাহেব।

বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি এবং আমার মুহতারাম ভাই বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলেমে দ্বীন মাওলানা মুফতী কুতুবুদ্দীন সাহেব। (মুফতী ও শিক্ষক উচ্চতর ফিকাহ বিভাগ, জামেয়া ওবাইদিয়া) অত্যন্ত মনযোগ সহকারে মাছআলা গুলো নিরিক্ষন

করেছি। কোন কোন স্থানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়েছে। মূল বইয়ের সম্পাদনার যিম্মাদারী আদায়েও কৃপণতা করিনি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় ভাই, জামেয়া ওবাইদিয়া নানুপুরের ওস্তাদ ও বৈদেশিক বিষয়ক মনদূব বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শেখ হেলালুদ্দীন সাহেব (দাঃ বাঃ) বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে, তিনি কর্তৃক পরিচালিত আল-মানাহিল ইসলামিক অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগের পক্ষ থেকে বইটি ছাপানোর উদ্দ্যোগ নেয়াতে আমরা খুবই আনন্দিত ।

আমার উভয় জাহানের মুরব্বী, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রান প্রিয় রাহবার, শায়খুল আরব ওয়াল আজম কুত্‌বুল আলম হযরত মাওলানা শাহ্ জমীর উদ্দীন (দা:বা:) পীর সাহেব নানুপুরী হুজুর একটি অভিমত ও বাণী লিখে বইটির গুরুত্ব অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন । সহকর্মী মুহতারাম ভাই মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব এবং তাখাস্‌সুস বিভাগের ছাত্রবৃন্দ বিশেষ ভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ্ পাক সকলকে বেশী বেশী দ্বীনী খিদমাত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন।

বইটিতে অনেক অজানা মাসআলা সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন মাসআলার কোথাও যদি ভুল ত্রুটি পাঠক মহলের দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ্ পাক সকলের যাহের বাতেন ইসলাহ্ করে দিক। ফেৎনার যুগে দ্বীনের উপর অটল রাখুক। লেখক, প্রকাশক, প্রচারক এবং সংকলককে আরো বেশী বেশী নেক আমলের তাওফীক দান করুন।

মোহতাজে দোয়া

আবু ইউসুফ
খাদেমে হাদীসে নববী, ফতওয়া ও তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্বহ বিভাগ
জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম।

তাং ১০।১১।২৬ হিজরী

দু'টি কথা

মহান আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী - রাসুল ও তাঁর মাহবূব বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। যা দেখতে শুনতে বিপদজ্জনক মনে হলেও মূলতঃ এগুলো তাঁদেরকে মুছিবতে ফেলার জন্য নয়। তাই তো নবী- রাসুল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দুনিয়ার সকল বাঁধা বিপত্তিকে ডিঙ্গিঁয়ে আল্লাহর সেই কঠিন হুকুম পালন করতে একটুও বিলম্ব করেন নি । আর তাঁদের এই ঘটনা গুলো পরবর্তী উম্মতের জীবনের পাথেয় হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকে। ঐ রূপ ইতিহাস সমূহের মধ্যে কুরবানীর ইতিহাস অন্যতম।

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে তাঁর কলিজার টুকরা আদরের দুলাল প্রিয় সন্তান হযরত ঈসমাইল (আঃ) কে আল্লাহর নামে কুরবানী করার হুকুম করলেন, যা দেখতে শুনতে মানবতা বিরোধী মনে হলেও আসলে তা নয় । কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এসব কিছু চিন্তা না করে আল্লাহর হুকুম পালনে রত হলেন। তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার এই কঠিন হুকুমটি পালনে স্বীয় পুত্র ঈসমাইলকে ধারালো তরবারীর নিচে শায়িত করে দিলেন। আল্লাহ পাক এতে রাযী হয়ে নিজ কুদরতে হযরত ঈসমাইল (আঃ) এর স্থলে বেহেস্ত থেকে একটি দুম্বা শোয়ায়ে দেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ছুরিতে সেই দুম্বাটি যবাই হয়ে গেল। আর হযরত ঈসমাইল (আঃ) অক্ষতাবস্থায় বেঁচে গেলেন।

আজ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর সেই ঘটনাকে 'ইবাদত হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ) কে পালন করতে হয় যা কুরবানী নামে প্রসিদ্ধ । আর এই কুরবানী সঠিক ও ছহি্ভাবে আদায় করার বহু মাছআলা রয়েছে, যা সাধারণ মুসলমানের প্রায় অজানা। তাই আমার মুহতারম মুরুব্বী হযরত মাওলানা মুফ্তী আবু ইউসুফ সাহেব (দাঃবাঃ) এর দিক নির্দেশনায় ''লাকসাম জমীরিয়া ফত্ওয়া ও দাওয়াত সেন্টারের'' পক্ষ থেকে এই কিতাব খানা রচনা করা হয়েছে যেন মাসআলা গুলো মতে আমল করে উম্মতে মুসলিমা সঠিক পথের সন্ধান পায়।

অত্যন্ত খুশীর বিষয় যে আমার মুরুব্বী জামেয়া ওবাইদিয়ার ওস্তাদ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শেখ হেলালুদ্দীন সাহেব (দাঃবাঃ) তিনি কর্তৃক পরিচালিত আল মানাহিল এর পক্ষ থেকে এটি ছাপানোর উদ্দ্যোগ নিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে জাতীয় খিদমাতের জন্য কবুল করুন এবং তাঁর মাধ্যমে আরো বেশী বেশী দ্বীনী খিদমাত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক

সূচী **পৃষ্ঠা**

আহকামে কুরবানী

ফাযায়েল ও জরুরী মাসায়েল

❖ রচনায় ❖

মাওলানা মুফতী কামালুদ্দীন

❖ ব্যবস্থাপনায় ❖

আল-মানাহিল ইসলামিক ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন বাংলাদেশ

কুরবানীর ফযীলত

কুরবানী কোন নতুন কিছু নয়। কুরবানীর প্রথা হযরত আদম (আঃ) এর পুত্র হাবীল ও কাবীল হতে আরম্ভ হয়ে এ পর্যন্ত চলে আসছে। তবে তখনকার কুরবানী ছিল ভিন্ন রূপ, যে কোন বস্তু দিয়ে কুরবানী করা যেত,আজ আমাদের নিকট যেই কুরবানীর প্রথা চালু আছে সেটা হচ্ছে মুসলমান জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সেই আসমান যমীন সাড়া জাগানো আল্লাহর হুকুমে স্বীয় পুত্র ঈসমাইল (আঃ) কে নিজ হাতে কুরবানী করার নমুনা ও ইতিহাস। তাই আজও যারা পূর্ণ ঈমান ও আল্লাহর ভালবাসায় একটি নিঁখুত পশু কুরবানী করবে, তাঁরাও ইব্রাহীম (আঃ) এর মত কলিজার টুকরা টকবগে এক বালক সন্তানকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার ছাওয়াব পাবে। এছাড়া হাদীস শরীফে কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে বহু বর্ণনা এসেছে। যেমন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, একদা সাহাবায়ে কিরাম হুযূর পাক (সাঃ) কে কুরবানীর প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-কুরবানীর প্রতিদান হচ্ছে কুরবানীর পশুর গায়ের প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে নেকী দেয়া হবে। অতঃপর সাহাবাগণ বললেন-হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ভেড়ার প্রতিদানও কি অনুরূপ? উত্তরে রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-হ্যাঁ, ভেড়ারও প্রতিটি চুলের বিনিময় একটি করে নেকী দেয়া হবে। (সুবহানাল্লাহ) মিশকাত শরীফ-১২৯)

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে: রাসূল পাক (সাঃ) ইরশাদ করেন-কুরবানীর দিন কুরবানীর চেয়ে বনী আদমের আর কোন আমল আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয় নয়। আর কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত পশু আল্লাহর হুকুমে তার শিং, চুল ও পায়ের খুর সহ উপস্থিত হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাবে।
(তিরমিজী মিশকাত শরীফ-১২৮)

হযরত নবী করীম (সাঃ) স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন-

يافاطمة ! قومي الى اضحيك فاشهديها ، فان لك بأول قطرة تقطر من دمها ان يغفر لك ماسلف من ذنوبك قالت يارسول الله ! ألنا خاصة أهل البيت أولنا وللمسلمين ؟ قال بل لنا وللمسلمين (الترغيب ج/٢ص/٩٩

অর্থঃ হে ফাতিমা, তুমি তোমার কুরবানীর পশু যবেহকালে পশুর নিকট দাঁড়াও কারণ পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ক্ষমার প্রতিশ্রুতি কি শুধু আমরা আহলে বাইতের জন্য না আমাদের এবং সকল মুসলমানদের জন্য ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমাদের এবং সকল মুসলমানদের জন্য। (আত্‌তারগীব ২/৯৯পৃ:)

আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- হে ফাতিমা, কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত পশুর গোস্ত এবং রক্ত তোমার মিজানের পাল্লায় রাখা হবে (ওজন করা হবে) এবং এর ওজন ৭০ (সত্তর) গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। (আত্‌তারগীব ২/১০০পৃ:)

রাসূল (সাঃ) আরো ইরশাদ করেন:

من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار

অর্থঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে আনন্দের সাথে কুরবানী করবে এ কুরবানী তার জন্য জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হবে। উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে মহান আল্লাহ কত দয়াময়, তিনি সামান্য নেক আমলের বিনিময়ে অসীম সওয়াব দিয়ে থাকেন। যেমন উল্লেখিত হাদীস শরীফে কুরবানীর পশুর প্রতিটি চুলের বিনিময় একটি করে নেকীর কথা উল্লেখ আছে। সুবহানাল্লাহ! একটি পশুর গায়ে কত লক্ষ চুল রয়েছে তাও এমন সীমাহীন যা একমাত্র প্রতিদান দাতা আল্লাহই জানেন। তবে এতে আরো কথা রয়েছে যে, যার এখলাছ যত বেশী হবে তার নেকীর মধ্যে তত

বৃদ্ধি হবে। নফল কুরবানীর বেলায়ও এরূপ ছওয়াব দেয়া হবে।

কুরবানী না করার পরিণতি

কুরবানী করা যেমনি অফূরন্ত ছাওয়াবের কাজ তেমনি কুরবানীকে অবজ্ঞা করা এবং ওয়াজীব সত্ত্বেও কুরবানী না করা নিন্দনীয় অপরাধ ও গুনাহের কাজ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلم يحضر مصلانا

অর্থঃ কুরবানী করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করেনি সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।

(আত্তারগীব - ২/১০০পৃষ্ঠা)

দেখুন কত বড় অপরাধ ! মুসলমানদের এত সুন্দর আনন্দ উৎসবমাখা সমাবেশে একমাত্র কাফির মুশরিকদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল। আর একজন মুসলমানকে এই সমাবেশে আসতে নিষেধ করা মানে তাকে ওদের দলভুক্ত করে দেয়া। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ অপরাধ হতে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

কাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

* যে ব্যক্তি জিলহজ্জ মাসের ১০-১১-১২ তারিখ, এ তিন দিনের মধ্যে ছাহেবে নেছাব অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত উল্লেখিত পরিমাণ মালের পূর্ণ মালিক হয়ে থাকে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

(আহছানুল ফতওয়া ৭/৫০৮ মেছবাহুন্নুরী শরহে কুদুরী (ছদকা ফিতরা অধ্যায় ৮৩ ফাঃ মাহমুদিয়া ১৪/৩৩৪)

* একজনের তিন জোড়ার অধিক পোষাক, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মানবীয় প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ গুলোও নেছাবের মধ্যে গণ্য হবে।

(আহছানুল ফাঃ ৭/৫০৮ শামী হাঃইঃআঃ ৯/৪৫৩)

* কারো নিকট উপস্থিত নেছাব পরিমাণ সম্পদ নেই কিন্তু ব্যাংক, বীমা, ইত্যাদিতে জমা অথবা কারো নিকট ঋণ দেয়া

আছে যা হিসাব করলে নেছাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলেও তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

* বিদেশের জন্য ভিসার টাকা জমা দিয়েছে কিন্তু কিছুদিন পর যার নিকট টাকা জমা দিয়েছে সে ভিসা হবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে এবং টাকা ফেরৎ দেয়ারও আশ্বাস দিয়েছে, তাহলে কুরবানীর তারিখে ঐ টাকা হিসাব করে নেছাব পূর্ণ হলে কুরবানী করা ওয়াজিব কিন্তু যদি কুরবানীর পশু ক্রয় করার মত কোন টাকা অথবা প্রয়োজনের উর্ধে অন্য সম্পদ তার কাছে না থাকে তাহলে কুরবানী ওয়াজিব নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১২)

* পিতা পুত্র একই সঙ্গে কাজ কারবার/ ব্যবসা বাণিজ্য করে, খাওয়া দাওয়াও বাপ বেটা যৌথভাবে করে, এমতাবস্থায় পুত্রের যদি এককভাবে শেয়ার বা কোন সম্পদ না থাকে যা নেছাব পরিমাণ হয়, তাহলে পুত্রের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। শুধু মাত্র পিতার উপর কুরবানী ওয়াজিব। (আহছানুল ফাঃ ৭/৪৯৭)

* নাবালিগের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। যদিও তাঁর নিজস্ব সম্পদ থাকে ওলীদের জন্য জায়েয হবেনা যে নাবালিগের পক্ষ থেকে তার নামে কুরবানী করা। যদি কুরবানী করে ফেলে তাহলে ওলীদের জন্য সেখান থেকে গোস্ত খাওয়া বা ফকীর মিসকীনদেরকে দেয়া জায়েয হবেনা। নাবালিগ সে নিজে খেতে পারবে এবং অতিরিক্ত গোস্ত দ্বারা তার জন্য এমন জিনিস ক্রয় করতে পারবে যা ব্যবহারে অস্তিত্ব নষ্ট হয়না যেমন, কাপড়, হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি।
(আহছানুল ফাঃ ৭/৪৯৭)

* হারাম উপার্জনের মালের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, চাই সেটা নেছাবের উর্ধে হোক না কেন। কেননা, হারাম উপার্জনের সব মাল ছাওয়াবের নিয়্যত ছাড়াই ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব।
(আহছানুল ফাঃ ৭/৫০৬)

* কারো নিকট নেছাব পূর্ণ হয় পরিমাণ বা এর চেয়েও বেশী সম্পদ আছে কিন্তু তার এ পরিমাণ ঋণও আছে যে, যদি ঋণ

পরিশোধ করে তাহলে তার নেছাব বাকী থাকেনা, এমতাবস্থায় তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। (আঃফাঃ ৭/৫০৭)

* মুসাফিরের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। (আহসানুল ফাঃ ৭/৫১৯)

* কোন ছাহেবে নেছাব মুসাফির যদি কুরবানীর তিন দিনের মধ্যে ঘরে ফিরে আসে (মুকীম হয়ে যায়) তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব।
(আহসানুল ফাঃ ৭/৫১৯)

* কোন ব্যক্তি যদি কুরবানীর তৃতীয় দিন মুসাফির হয় তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

* কোন মুসাফির সফর অবস্থায় কুরবানী করে, কুরবানীর দিনের মধ্যে মুকীম হয়ে গেছে, তাহলে তার উপর পুনরায় কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। (আহছানুল ফাঃ ৭/৫১৯)

* কোন ধনী নাবালিগ অর্থাৎ যে নাবালিগ বাচ্চার নিজস্ব এ পরিমাণ সম্পদ যা কুরবানীর নেছাব পূর্ণ হয়, এমন নাবালিগ বাচ্চা যদি কুরবানীর দিন সমূহের (১০-১১-১২ জিলহজ্জ) মধ্যে সাবালিগ হয়, তাহলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। (ফা:আ:৫/ ২৯৩, বাদায়ে: ৫/৬৪)

কোন ব্যক্তি এই বলে মান্নত করেছে যে,আমার অমুক কাজ বা আশা পূর্ণ হলে আমি একটা কুরবানী করব।তাহলে তার কাজ বা আশা সফল হলে তার উপর একটা ছাগল/ভেড়া বা গরু,মহিষের সাত অংশের একাংশ কুরবানী করা ওয়াজিব।

* গরীব লোক তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়নি,তবুও কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করেছে,তাহলে তার উপর ঐ পশু কুরবানী করা ওয়াজিব।

* একজন মহিলা এমনিতে ছাহেবে নেছাব নয়,কিন্তু তার স্বামীর নিকট প্রাপ্য মহর নেছাব পরিমান বা এর চেয়েও বেশী যা এখনও স্বামী থেকে উসূল করা হয়নি,তাহলে ঐ মহিলাকে ছাহেবা নেছাব বলা যাবেনা এবং তার উপর কুরবানীও ওয়াজিব হবেনা। (আলমগীরী ৫/২৯৩)

অন্যের পক্ষ হতে কুরবানী

* পিতার উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়াতে ছেলে তাঁর নিজস্ব মাল থেকে পিতার পক্ষ হতে কুরবানী করে দিয়েছে এতে পিতার ওয়াজিব আদায় হবে না,পিতা তার নিজস্ব সম্পদ হতে কুরবানী করতে হবে,আর নাহয় ছেলে তার মাল থেকে পিতাকে কুরবানীর টাকার বা পশুর মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

* এমনি ভাবে নিজ সম্পদ হতে অন্যের কুরবানী করলে তাঁর কুরবানী আদায় হবে না,সে অনুমতি দিক বা নাই দিক।(আহছানুল ফ: ৭/৫৪০)

ফাত্ওয়ায়ে আলমগীরী ৫ম খন্ড ৩০২পৃষ্টায় বর্ণিত,

اذا ضحى بشاة نفسه عن غيره يأمر ذلك الغير أولم يأمر الغير لاتجوز لأنه لايكون تجويز التضحية عن الغير الا باثبات الملك لذلك الغير. الهندية ج/٥ص/٣٠٢

* কোন ব্যক্তি তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করার অছিয়ত করে গিয়েছেন,কিন্তু গরু না ছাগল কুরবানী করবে তা বলে যান নি,এমনকি কুরবানীর টাকার পরিমাণও বলেন নি,তাহলেও অছিয়ত গ্রহনযাগ্য হবে এবং ওয়ারিসদের উপর তার পক্ষ হতে একটি ছাগল কুরবানী করে দেওয়া আবশ্যক।

فى الهندية : ولوأوصى بان يضحى عنه ولا يسم شاة ولا بقرة ولا غير ذلك ولم يبين الثمن أيضا جاز ويقع على الشاة . ج/٥ص/٢٩٥ ج/٥ص/٣٠٧

* মৃত ব্যক্তির অছিয়ত পালিত কুরবানীর গোস্ত ছদকা করে দিতে হয়।ওয়ারিছদের জন্য তা খাওয়া জায়েয হবেনা,যদিও অছিয়তকারী ওয়ারিছদেরকে খাওয়ার জন্য বলে যায়। কিন্তূ অছিয়ত ছাড়া কেউ তার নিজ সম্পদ হতে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করে তা থেকে খেতে পারবে।
(আহছানুল ফা: ৭/৪৯৬)

* কোন ব্যক্তি তার পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য অন্য কাউকে উকিল বানিয়ে দিল অর্থাৎ অন্যের দায়িত্বে দিয়ে দিল,কিন্তু গরু কুরবানী করবে না ছাগল কুরবানী করবে তা বলেনি

এবং টাকার পরিমাণও বলেনি, তাহলে এ ওকালত ছহীহ হয়নি, অর্থাৎ উকীলের জন্য তার মুয়াক্কালের পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

في الهندية : اذاوكل رجلا بأن يضحى عنه ولم يسم شيئا ولاثمنا فانه لايجوز. جَ/٥ص/٢٩٨

কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদ হতে পশু ক্রয় করে তার মৃত মাতা, পিতার নামে কুরবানী করেছে, এতে যদি সে তার ওয়াজিব কুরবানীর নিয়ত করে থাকে তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হবে, অন্যথায় নয়।
(ইমদাদুল মুফতীঈন ৯৫৭)

একাধিক ভাই মিলে নিজেদের মৃত পিতা অথবা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির নামে একটি ছাগল অথবা গরু/মহিষ থেকে এক শরীক কুরবানী করলে ছহীহ হবে না। হ্যাঁ, সবাই মিলে যদি একজনকে কুরবানীর টাকা দান করে দেয় ,অতপর সে এ কুরবানীর কাজ সম্পূর্ণ করে নেয় তাহলে করতে পারে।

কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানী করা যায়

* গৃহপালিত উট,গরু,মহিষ,ভেড়া,ছাগল,দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয।এগুলো ছাড়া অন্য পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।

* উটের ক্ষেত্রে ৫বৎসর গরু, মহিষ দু'বৎসর। ছাগল, ভেড়া, দুম্বার ক্ষেত্রে এক বৎসর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন কম হলেও জায়েয হবেনা।(কিফায়াতুল মুফতী-৮/১৮৯)

* দান, হাদিয়া, শ্বশুরালয় থেকে দেওয়া পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয এবং এতে নিজের ওয়াজিব কুরবানীও আদায় হবে।
(আহছানুল ফা: ৭/৪৭৭, কিফায়াতুল মুফতী ৮/১৮৯)

* যেই পশু নাপাক খেয়ে থাকে সেই পশুকে কুরবানীর পূর্বে কয়েক দিন বেঁধে রাখতে হবে যেন নাপাক না খেতে পারে। না হয় কুরবানী জায়েয হবেনা। উটকে ৪০দিন, গরু, মহিষ ২০দিন, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ১০দিন বেঁধে রাখতে হবে।
(ফা: শামী ৫/২০৭,মাছায়েলে কুরবানী ১৪৪)

কোন কোন পশুর কুরবানী হয় না

* হিজড়া পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعلى ولا بالخنثى لأن لحمها لا ينضج . احسن الفتوى ـ٧/ ٥٠١

যেই পশুর জন্ম থেকেই শিং উঠেনা অথবা একটা উঠেছে আরেকটি উঠেনি এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয। এমনিভাবে যদি শিং ভেঙ্গে যায় অথবা শিঙ্গেঁর খোসা উঠে যায় তাহলে কুরবানী জায়েয।

* পশুর শিং যদি মূল থেকে ভেঙ্গেঁ যায় তাহলে কুরবানী হবে না। (আ: ৭/৫০৫)

* এমন লেংড়া জানোয়ার যে মাটিতে একটু ভর দিয়ে চলতে পারে তাহলে তা দ্বারা কুরবানী ছহীহ হবে। এরূপ না হলে হবেনা। (আহছানুল ফা: ৭/৫০৫, ফা: শামী)

* পাগল পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয। তবে যদি ঘাঁস ইত্যাদি খাওয়ার প্রতিবন্ধক হয় তাহলে কুরবানী ছহীহ হবেনা। (আহছানুল ফা:৭/৫১১, আলমগীরী-৫/২৯৮)

* পশুর এ পরিমাণ দাঁত আছে যা দিয়ে ঘাঁস খেতে পারে তাহলে কুরবানী জায়েয,আর যদি ঘাঁস খেতে না পারে তাহলে কুরবানী জায়েয নেই,চাই দাঁত বেশী থাকুক আর কম থাকুক। (আ:ফা: ৭/৫১৪-৫১৫)

* কান এবং লেজ অর্ধেক অথবা অর্ধেকের বেশী কাটা হলে কুরবানী ছহীহ হবেনা। (আঃফাঃ৭/৫১৫)

* উভয় কানের কাটা অংশ যোগ করলে এক কানের অর্ধেক পরিমাণ বা এর চেয়েও বেশী হয় তাহলে এ পশু দ্বারা কুরবানী না করাই উত্তম। করলে কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। (আঃফাঃ ৭/৫২৩ শামী)

* অন্ধ, কানা, চোখের জ্যোতি অর্ধেক অথবা অর্ধেকের চেয়ে বেশী চলে গেছে এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই। (আঃফঃ ৭/৫১৫)

* ছাগলের জিহ্বা যদি এপরিমাণ কাটা হয় যার ফলে ঘাঁস

ইত্যাদি খেতে অসুবিধা হয়, তাহলে এধরনের ছাগল দ্বারা কুরবানী করা জায়েয হবেনা। (আলমগীরী ৫/২৯৮)

* যেই ছাগলের জন্মগতভাবে জিহ্বা নেই ঐ ছাগল দ্বারা কুরবানী জায়েয, আর যেই গরুর জন্মগতভাবে জিহ্বা নেই ঐ গরু দ্বারা কুরবানী জায়েয হবেনা। (আলমগীরী ৫/২৯৮)

ছাগলের স্তনের ১টি বাঁট আর গরুর স্তনের দুই বা ততোধিক বাঁট বন্ধ থাকলে ঐ ছাগল বা গাভী দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই। (আ: ফা: ৭/৪৮৭)

* বন্ধক দাতার অনুমতি ছাড়া বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকের পশু কুরবানী করলে কুরবানী হবেনা যদিও পরে অনুমতি দিয়েদেয় এবং জরিমানাও আদায় করে দেয়। (আলমগীরী ৫/৩০৩)

* কোন প্রকার পাখি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই। (হিদায়া-৪/৪৩২)

* কুরবানীর তারিখে কুরবানীর নিয়তে মুরগী বা অন্য কোন পাখি জবাই করা হারাম।কুরবানীর নিয়ত ছাড়া জবাই করাতে কোন অসুবিধা নেই।(আহকামে কুরবানী)

পশু জবাই সর্ম্পকীয় মাসআলা

* কুরবানীর পশু জবাই করার সময় হাতের করে শরীকদের নাম গনা ও ছুরিতে ফুক দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু কুরবানীর নিয়ত থাকলে হবে। (আহছানুল ফা: ৭/৪০৪)

জবাই এর পর মুনাজাতের কোন প্রমাণ নেই।

* নিজ কুরবানীর পশু নিজে জবাই করা উত্তম, জবাই করতে না পারলে জবাই এর সময় উপস্থিত থাকা ভাল।
(হিদায়া খ:৪,পৃ:৪৩৪)

* শরীকদার নিজশরীকের পশু জবাই করে অন্য শরীকদের থেকে জবাইএর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবেনা। (আহছানুল ফা: ৭/৫১৮)

* জবাই এর সময় যত জনে ছুরি ধরবে ততজনে বিছমিল্লাহ পড়তে হবে।

* পশুর গলার দু'পাশে দু'টি এবং মাঝখানে খাদ্য নালীও কণ্ঠ নালী সহ মোট চারটি রগ আছে,জবাই করতে কমপক্ষে তিনটি রগ কাটা যেতে হবে, এর কম কাটা হলে পশুটি মৃতগণ্য হবে, তার গোস্ত খাওয়া জায়েয হবেনা।
(হিদায়া ৪,আহছানুল ফা: ৭/৪০৪)

* জবাই করতে পশুর মাথা আলাদা হয়ে গেলেও ঐ পশুর গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে, তবে এভাবে জবাই করা মাকরূহ।(আহ:ফা; ৭/৪০৭)

* জবাইকৃত পশু ঠান্ডা (স্থীর) হওয়ার পূর্বে চামড়া ছোড়ানো মাকরূহ।

* জবাই করার পূর্বে পশুকে ঘাঁস,পানি খাওয়ানো মুস্তাহাব,ক্ষুধার্ত ও পিপাসিতাবস্থায় জবাই করা মাকরূহ। (মাছয়েলে কুরবানী ১৭১)

কুরবানীর দুয়া

কুরবানীর জন্তুকে শোয়ানোর পূর্বে যদি জানা থাকে এই দুয়াটি পড়ে নিবে।
(انی وجهت وجهی للذی فطر السموت (الی قوله تعالی) ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العلمین

* জন্তু জবাই করার পূর্বে জানা থাকলে এই দুয়া পড়ে নিবে।
اللهم منک ولک............

অতপর بسم الله الله اکبرবলে জবাই করবে।

* জন্তু জবাই করার পর জানা থাকলে এই দুয়া পড়বে।
اللهم تقبله منی کما تقبلت من حبيبک محمد و خليلک ابراهيم عليهما الصلوة و السلام

অন্যের কুরবানীর জন্তু জবাই করলে منی এর স্থানে কুরবানীদাতার নাম বলবে। (মিশকাত শরীফ ১/১২৮)

পশুর কোন কোন অঙ্গ খাওয়া হারাম

* গরু,ছাগল, মহিষ ইত্যাদির সাতটা অঙ্গ খাওয়া হারাম।(১) রক্ত (২) অন্ড কোষ (৩) মূত্র থলি (৪) লিঙ্গ (৫) পায়খানার রাস্তা (৬) পিত্ত (৭) গোল গোল গোস্তের চাকা। (আ:ফা: ৭/৪০৬,শামী ৫/৬৫৫, বাদায়ে ৪/৬১)

পেটের বাচ্চার হুকুম

* জবাইকৃত পশুর পেটের ভিতরের বাচ্চা যদি মৃত হয় তাহলে তা খাওয়া হারাম। (আ:ফা: ৭/৪০৯,শামী ৬/৩২৫)

* পেটের ভিতর বাচ্চা যদি জীবিত হয় এবং বাচ্চার গঠন পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে তা জবাই করে খাওয়া জায়েয হবে। (হিদায়া ৪/৪২৮)

* এ বাচ্চা যদি পালন করার মত হয় তাহলে জবাই না করে বাচ্চাটা পালন করা ভাল।

* তবে এ বাচ্চাটি যদি কুরবানীর পশুর বাচ্চা হয় তাহলে লালন পালনের মাধ্যমে জীবিত থাকলে পরে তা ছদকা করে দিতে হবে। এ বাচ্চা দিয়ে আগামী বৎসর কুরবানী করা বা নিজের জন্য রাখা যাবেনা।

মাছআলা ঃ কুরবানীর জন্তুর বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর কুরবানীর দিনগুলোতে যদি জবেহ না করা হয় তাহলে পরে জীবিত সদকা করে দিতে হবে।

كما فى الشامية : فان خرج من بطنها حيا فالأمر أنه يفعل به مايفعل بالأم فان لم يذبحه حتى مضت أيا م النحر فيصدق به حيا ج/٦ص/٣٢٢

মাছআলা ঃ কেউ যদি কুরবানীর পশুর বাচ্চা লালন-পালন করে বিক্রি করে দেয় অথবা জবাই করে গোস্ত খেয়ে নেয়, অথবা তার হাত থেকে হারিয়ে যায় অথবা মরে যায় তাহলে তাকে ঐ বাচ্চার মূল্য ছদকা করে দিতে হবে। (ফতওয়া শামীতে বর্ণিত,

فان ضاع أوذبحه أوأكله يتصدق بقيمته

(শামী-৬/৩২২)

কুরবানীর পশুর চামড়া, হাঁড়, চুল, দুধ ইত্যাদি

* কুরবানীর পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করতে পারবে এবং অন্যকেও হাদিয়া বা দান করতে পারবে। কিন্তু বিক্রি করা যাবেনা। বিক্রি করলে বিক্রিত টাকা গরীব, মিসকীনদেরকে দান করে দিতে হবে। (আহসানুল ফঃ ৭/৪৮৬)

* কুরবানীর পশুর চামড়া দ্বারা মাদ্রাসা স্থাপন করা, মসজিদ, মক্তব, পোল ইত্যাদি জনকল্যান মুখী কাজ সমাধা করা জায়েয হবেনা। চাই সেটা কোন সংস্থার মাধ্যমে হোক কিংবা ব্যক্তিগত ভাবে।
(ফঃ রহীমিয়্যাহ-৯/৩১৫ ফঃ মাহমূদিয়া-৪/৩১২ আহসানুল ফঃ৭/৪৯৫)

* এতীম, অসহায়, গরীব ছাত্রদের লিখাপড়া ও খাওয়া ইত্যাদিতে খরচ করা জায়েয। সুতরাং লিল্লাহ বোডিং ও মাদ্রাসার গোরাবা ফান্ডে কুরবানীর চামড়া বা তা বিক্রিত পয়সা দান করা জায়েয।
(আহসানুল ফাঃ- ৭/৪৯৫--৭/৪৮৯)

* কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রিত টাকা যাকাত, ফিৎরা খেতে পারে এমন ব্যক্তিকে দিতে হবে। (মাহমূদিয়া ৪/৩১৩)

* যদি কেউ জেনে শুনে এমন ব্যক্তিকে চামড়ার টাকা দান করল যার জন্য যাকাত খাওয়া জায়েয নেই, তাহলে ঐ ব্যক্তি এপরিমাণ টাকা ছদকা করে দিতে হবে।
(আঃ ফাঃ ৭/৫৩২)

* কুরবানীর পশুর চামড়া গোস্তের ন্যায় ধনী, গরীব, মুসলিম, অমুসলিম সবাইকে দেয়া জায়েয। কিন্তু চামড়ার বিক্রিত টাকা একমাত্র গরীব মিসকীনকেই দিতে হবে। (আলমগীরী -৫/৩০০ আহসানুল ফঃ৭/৪৯৬)

☆ চামড়া সম্পর্কিত প্রশ্ন ও তার উত্তর ☆

* প্রশ্ন ঃ মসজিদের কমিটি বা মুতাওয়াল্লি কুরবানীর চামড়া স্বল্প মূল্যে ক্রয় করে বেশী দামে বিক্রি করে এবং তার লাভ মসজিদের উন্নয়নে ব্যয় করে। এদিকে মহল্লাবাসী ও মসজিদের খাতিরে তাঁর নিকট কমদামে বিক্রি করে থাকে। এই হীলা জায়েয হবে কিনা?

* উত্তর এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় যে কুরবানীর চামড়া ধনী হোক কিংবা গরীব যাকেই দিবে তাকে মালিক বানিয়ে

দিতে হবে। চাই সেটা বেচা-বিক্রি হিসেবে হোক বা হেবা-হাদিয়ার সূত্রে হোক। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর তা বিক্রিত টাকা ছদকা করা বা মসজিদের কাজে ব্যয় করা যরুরী নয় বরং তাঁর নিজ ইচ্ছামতে খরচ করবে। এখানে প্রশ্নের আলোকে বুঝা যায়-এলাকাবাসী তার নিকট চামড়া বিক্রি করলেও তাকে সেই স্বাধীনতা দেয়নি। বরং মসজিদের কাজে ব্যয় করার জন্যই তার নিকট কমদামে বিক্রি করা হয়েছে। সুতরাং সেটা জায়েয হবে না। বরং ঐ ব্যক্তি কিনা দরের চেয়ে যা অতিরিক্ত লাভ হবে সে গুলো ছদকা করে দিবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫৩০)

* প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন স্থানে মসজিদের মুতাওয়াল্লী/ ইমাম ছাহেব বা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে কুরবানীর চামড়া ফ্রি দিয়ে দেয় যেন সে এগুলো মসজিদের কাজে ব্যয় করে। অনেক জায়গায় স্পষ্ট বলেও দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর ঃ এখানে যেহেতু পরোক্ষ ভাবে দাতাগণের নিয়ত হচ্ছে- মসজিদে দান করা। তাই এটাও মসজিদের কাজে লাগানো যাবে না। (আঃ ফঃ ৭/৫৩০)

* কুরবানীর পশুর হাঁড়, লোম, ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নেই। বিক্রি করলে তার মূল্য ছদকা করে দিতে হবে।
(আহসানুল ফঃ ৭/৫০৩)

* কুরবানীর পশু জবাই এর পূর্বে দুধ, কেশ ইত্যাদি নিজে ব্যবহার করা জায়েয হবেনা। দুধ দোহন করলে সেটা ছদকা করে দিতে হবে। (আলমগীরী, রহীমিয়া-২/৮২)

☆ কুরবানীর পশুর দুধ☆

* কুরবানীর পশু যদি নিজের পালিত হয় তাহলে তার দুধ খাওয়া জায়েয। (আঃ ফঃ ৭/৪৭৮)

* এমনি ভাবে পশু ক্রয় করার সময় কুরবানীর নিয়ত ছিলনা কিন্তু পরে কুরবানীর নিয়ত করেছে, তাহলেও দুধ খাওয়া যাবে। (বাদায়ে ৫/৬২)

* কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করেছে কিন্তু ঘাঁস ইত্যাদি নিজে কেটে খাওয়ায় তাহলেও দুধ খাওয়া জায়েয হবে।
(আঃ ফঃ ৭/৪৭৮)

আর যদি পশু মাঠে ময়দানে চরে আহার করে থাকে তাহলে জবাই এর পূর্বে পশুর দুধ খাওয়া জায়েয হবেনা।
(বাদায়ে ৫/৭৮)

☆ কুরবানীর পশু হারিয়ে গেলে বা মরে গেলে কি করবে ☆

কুরবানীর পশু ক্রয় করার পর যদি জবাই করার পূর্বেই মরে যায় অথবা হারিয়ে যায় তাহলে ক্রেতা যদি ছাহেবে নেছাব হয়ে থাকে, অর্থাৎ তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন হয়,তাহলে তার উপর অন্য একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব। পূর্বের সমমূল্যে হওয়া যরুরী নয়। আর যদি এমন নাহয় বরং নফল কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করেছে, তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।
(আঃ ফাঃ ৪/৫০৪ খোলাছাতুল ফাঃ ৪/৩১৮ বাদায়ে ৫/৭৬)

ঈদের দিনের করনীয় ও নামায সম্পর্কীয় মাসআ'লা

* ঈদের দিন ঈদের জামাতের পূর্বে ইশরাক, চাশত ইত্যাদি যে কোন নফল নামায পড়া মাকরুহ।
(মা'আরিফুল হাদীস ৩/৪১ কিতাবুল ফিক্বহ ১/৫৬০)

* ঈদের জামাতের পর সেই দিন ঈদগাহে কোন প্রকার নফল নামায পড়বেনা। এটা ঈদের নামাযের বিশেষত্ব।
(দাঃ উঃ ৫/২২৭)

* ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ) পড়া সুন্নাত। ঈদুল আযহাতে বড় আওয়াজে আর ঈদুল ফিতরে আস্তে পড়বে।
(শামি ২/১৭০, হক্কানীয়া ৩/৪০৯)

* পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া এবং সম্ভব হলে এক রাস্তায়

যাওয়া নামায শেষে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা মুস্তাহাব।
(ফঃ দাঃ উঃ ৫/২১১ শামি ২/১৬৯)

* ঈদুল ফিতরের জামাতে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন কিছু খাওয়া আর ঈদুল আযহার নামায শেষে কুরবানীর গোস্ত আগে খাওয়া মুস্তাহাব।

* ঈদের দিন সামর্থ মত সুন্দর জামা কাপড় আতর গোলাপ, খোশবু ব্যবহার করা সুন্নাত।
(শামি ২/১৬৮)

* সুস্থ, মুকীম, বালিগ মুসলমান পুরুষদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব।
(হেদায়া ১/১৭২)

* মহিলা, মুসাফির, অন্ধ, কঠিন অসুস্থ মানুষ ও বন্দিদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ এরাও ঈদের নামায পড়লে ছাওয়াব পাবে।

* হানাফী মাযহাব মতে ইমাম, মুক্তাদী উভয়ের জন্য ঈদের নামাযে অন্য নামায অপেক্ষা ৬ টি অতিরিক্ত তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা ওয়াজিব। (প্রথম রাকাতে ৩ টি ২য় রাকাতে ৩ টি)
(ফঃ দাঃ উঃ ৫/১৮৫)

* এই তাকবীরগুলো বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। (হেদায়া ১/১৭৩)

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমাম সাহেব প্রথম রাকাতের অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পর নামাযে অংশ গ্রহণ করে তাহলে ঐ তাকবীরগুলো কখন কিভাবে আদায় করবে যেহেতু তাকবীর বলা ওয়াজিব।

উত্তর ঃ (ক) যদি সে ব্যক্তি ইমাম সাহেব ক্বিরাত পড়াবস্থায় নামাযে অংশ গ্রহণ করে থাকে তাহলে সে তাকবীরে তাহরিমা বলে নামায আরম্ভ করবে, অতঃপর তিনটি তাকবীর বলে নিবে এবং সাথে সাথে হাতও বর্ণিত নিয়মে কান পর্যন্ত উঠাবে।
(হক্কানিয়া ৩/৪১০)

* (খ) সে ব্যক্তি যদি ইমাম সাহেবের রুকুর অবস্থায় নামাযে অংশ গ্রহণ করে তাহলে সে তাকবীরে তাহরিমা বলে নামায শুরু করে রুকুতে গিয়ে রুকুর তাছবীহে (সুবাহানা রাব্বী ইয়াল আ'লা) স্থানে তিনবার আল্লাহু আকবার বলবে। তবে হাত উঠানোর প্রয়োজন নেই। (হক্কানীয়া ৩/৪১০)

প্রশ্ন ঃ আর যদি প্রথম রাকাত পুরাটাই নাপায় দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হয়ে থাকে তাহলে প্রথম রাকাত কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর ঃ ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর উঠে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা বা তিন আয়াত পরিমাণ পড়ে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিনটি তাকবীর বলে নিবে, অতপর রুকুতে যাবে এই ভাবে নামায শেষ করবে। (হিদায়া হক্কানীয়া ৩/৩৮৯)

* ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা ওয়জিব।

* ঈদের জামাতের পর ইমাম সাহেব খুৎবা পড়া সুন্নাত, আর উপস্থিত মুসল্লিদের জন্য খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। (মাহমূদিয়া ৭/২০৮)

* খতীবের খুৎবার আওয়ায যত দূর পৌঁছবে ততদূর ঐ ঈদগাহে নামায আদায়কৃত মুসল্লিদের জন্য খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব, অন্যদের জন্য ওয়াজিব নয়। (তাই ঈদের খুৎবা মাইক ছাড়া পড়াই শ্রেয়।)

* যেহেতু খুৎবা শোনা ওয়াজিব তাই খুৎবার সময় কথা বলা, চাঁদা উঠানো ও খুৎবা শ্রবনে অমনোযোগিতা সৃষ্টি করে এমন কাজ করা হারাম। (বাহরঃ ২/১৫৫)

* খুৎবা পাঠে ঈদের নামাযের পরিপূর্ণতা ও সমাপ্তি হয়। সুতরাং এরপর ঈদের নামাযের অন্তর্ভূক্ত মনে করে অন্য কাজ করা ঠিক নয়। ইবাদত বা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত মনে করে করলে বিদ'আত হবে।

তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কিয় মাসআলা

জিলহজ্ব মাসের ৯-১০-১১-১২-১৩ তারিখকে أيـــــام

(تشـــريـق) আইয়্যামে তাশরীক বলে। আর এই তারিখগুলোর মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর নির্দিষ্ট একটি তাকবীর পাঠ করার বিধান আছে, আর সেই তাকবীরকে তাকবীরে তাশরীক বলে।

তাকবীরের হুকুম

তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব। (ফাঃদাঃউঃদেঃ ৫/২০৪ মাছায়েল কুঃ- ৫৫)

তাকবীর >

الله اكبر الله اكبر لااله الاالله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

মাছআলা ঃ তাকবীরে তাশরীক জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ ফজর নামাযের পর থেকে ১৩ তারিখের আছরের নামাযের পর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজে আইন নামাযের পরপরই পড়া ওয়াজিব। (হক্কানীয় ৩/৪১৩)

মাছআলা ঃ ফরজ নামাযের পর সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর পড়তে ভূলে গেলে কিংবা তাকবীর পড়ার পূর্বে কথা বার্তা বলে ফেললে অথবা জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে ওযু ভেঙ্গে ফেললে এবং মসজিদের মুছাল্লা হতে বের হয়ে গেলে তাকবীর পড়া বর্জিত হয়ে যায়। (আলমগীরী ঃ ২/৩)

মাছআলা ঃ নির্ধারিত নামাযের পর তাকবীর পড়তে ভুলে গেলে পরবর্তীতে তার কাযা পড়া জরুরী নয়। তাওবা ইস্তেগফার করে গুনাহ মাফ করিয়ে নেবে।
(ফাঃদাঃদেঃ ৫/২০৭ মাছায়েল-৫৬)

মাছআলা ঃ তাকবীরে তাশরীক কাযা পড়ার শর্ত হচ্ছে যখন একই বৎসরের আইয়্যামে তাশরীকের নামায সেই বৎসরে আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে জামাতের সাথে কাযা পড়বে তখন তার সাথে তাকবীরে তাশরীকও কাযা পড়ে নেবে। (মাছায়েল কুঃ ৫৫)

মাছআলা ঃ জামাতে নামায পড়ার পর ইমাম সাহেব তাকবীর শুরু করার পূর্বে মুক্তাদীগণ তাকবীর শুরু করবেনা। হ্যাঁ যখন মুক্তাদীদের পূর্ণ ধারণা হয় যে ইমাম সাহেব তাকবীরের কথা ভুলে গেছেন। অথবা ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর এমন আমল বা কাজ করতে লাগলেন যাতে তাকবীর ছুটে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তখন মুক্তাদীগণ ইমাম সাহেবের পূর্বে তাকবীর শুরু করবে। (মাঃকুঃ-৫৫ দুররে মুখতার ১/৭৬)

মাছআলা ঃ সালামের পর তাকবীর পড়ার পূর্বে যদি অনিচ্ছায় ওযু ভেঙ্গে যায় তাহলে ঐ অবস্থায় তাকবীর পড়ে নিবে। ওযূ করার প্রয়োজন নেই। (ঐ)

মাছআলাঃ তাকবীরে তাশরীক মধ্যম আওয়াজে পড়া জরুরী। (জওয়াহিরুল ফিক্বহ ১/৪৪৬)

বিবিধ মাছআলা

* কুরবানীর পশুর গোস্ত শরীকদারদের মধ্যে সিল পাল্লা দ্বারা বন্টন করতে হবে। হাতের বা চোখের আন্দাজে ভাগ করলে হবেনা।
(মাহমূদিয়া ৪/৩৩৫)

* শরীকদার সকলের খানা যৌথ হলে গোস্ত বন্টন করার কোন প্রয়োজন নেই। এক সঙ্গে পাক করে সবাই খেতে পারবে।
(আঃ ৭/৫০০ শামী)

* কর্জ করে কুরবানী করলেও ছাওয়াব হবে। তবে কর্জ পরিশোধ করার সামর্থ থাকতে হবে।

* যে ব্যক্তির উপর ঋন আছে সে কুরবানী করার চেয়ে ঋন পরিশোধ করাই উত্তম, যদি কুরবানী ওয়াজিব নাহয়।

* কুরবানীর গোস্ত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরীব মিছকিনদেরকে দান করা, এক ভাগ মেহমান আত্মীয় স্বজনদের জন্য, আর এক ভাগ নিজের জন্য রাখা মুস্তাহাব, জরুরী বা আবশ্যক নয়। কারো প্রয়োজন হলে সবগুলো নিজের জন্য রাখতে পারবে। এবং ইচ্ছে হলে সবগুলোই দান করতে পারবে।

* কুরবানীর গোস্ত ফ্রীজ ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করেও রাখতে পারবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।
(আবু দাউদ, হেদায়া ৪/৪৩৪)
* কুরবানীর চামড়া, গোস্ত, অমুসলিমকে দেওয়া জায়েয আছে।

فى الهندية ويهب منها ماشاء للغنى والفقير والمسلم والذمى
ص/٣٠٠ أحسن الفتاوى ج/٧ص/٤٩٥

* সূদ-ঘুসের টাকা দিয়ে কুরবানী করা জায়েয নেই। এবং এধরনের লোকদের সাথে শরীক নেয়াও জায়েয নেই। যদি শরীক গ্রহণ করে তাহলে কারো কুরবানী হবেনা।

* যার উপর কুরবানী ওয়াজিব সে যদি কুরবানীর তারিখের মধ্যে কুরবানী না করে থাকে অর্থাৎ কোন কারণে কুরবানী করতে না পারে, তাহলে কুরবানীর উপযোগী মধ্যম ধরনের একটি ছাগল বা ভেড়ার মূল্য ছদকা করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সপ্তামাংশের মূল্য ছদকা করলে হবেনা।
(আঃফঃ ৭/৪৮০)

* কুরবানীর মধ্যে অমুসলিমকে শরীক রাখলে কুরবানী হবেনা। (হিদায়া)

* কুরবানীর পশু ক্রয় করার পর কুরবানীর পূর্বে একজন শরীকদার মারা গিয়েছে। এমতাবস্থায় তার ওয়ারিছদের অনুমতি দিলে ঐ মায়্যেতের পক্ষ হতে কুরবানী করতে পারবে। যদি ওয়ারিছ সবাই বালেগ হয়। আর যদি তারা অনুমতি না দেয় অথবা ওয়ারিছদের মধ্যে কেউ নাবালিগ হয়, তাহলে তার মূল্য ফেরত দিতে হবে। (হিদায়া ৪/৪৩৩)

* কুরবানী ওয়াজিব হয়নি এমন ব্যক্তি নফল কুরবানী করার জন্য একক ভাবে গরু ক্রয় করেছে। কিন্তু গরু ক্রয় করার সময় অন্য শরীক গ্রহণ করার নিয়ত ছিলনা। তাহলে এখন আর শরীক গ্রহণ করা জায়েয হবেনা।
(হিদায়া)

মাসআলা ঃ সাত ব্যক্তি মিলে ৫বা ততোধিক গরু সমান শরীকে কুরবানী করতে পারবে কোন অসুবিধা নেই সকলের

কুরবানী শুদ্ধ হবে। কিন্তু আট বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে যদি এরূপ করে তাহলে কারো কুরবানী হবেনা।
(ফাঃশামী-২/৩১৬)

قوله : ولواشترك سبعة فى خمس بقرات أو أكثر صح لان لكل منهم فى بقرة سبعها لاثمانية فى سبع بقرات الخ شامى ج/٢ص/٣١٦

* একাধিক শরীকের মধ্যে কেউ পূর্বের বৎসরের কাযা কুরবানীর নিয়ত করেছে, কেউ ঐ বৎসরের কুরবানীর নিয়ত করেছে, তাহলে কাযা নিয়তকারীদের কুরবানী হবেনা। অন্যদের হয়ে যাবে। (ফঃরহীমিয়া-২/৮২)

এমতাবস্থায় সকলের কুরবানীর গোস্ত ছদকা করে দিতে হবে।

فى الشامية قوله : ولوكان أحدهم الأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضى يجوز الأضحية عنه ونية أصحابه باطلة وصاروا متطوعين وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لان نصيبه شائع

* এক ব্যক্তি একই পশুর মধ্যে কুরবানী এবং আক্বীক্বা উভয়টার শরীক নিতে পারবেনা। যদি নেয় তাহলে উভয় অংশ মিলে তার কুরবানীই আদায় হবে। আক্বীক্বা আদায় হবেনা। (আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫৩৫)তবে ফতওয়ায়ে মাহমূদিয়ায় আক্বীক্বা আদায় হওয়াকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

আক্বীকা অধ্যায়

আক্বীক্বা(عقيقة) আরবী শব্দ عق ধাতূ হতে নির্গত যার অর্থ হচ্ছে চিড়ানো,ফাটানো। আর আক্বীকা শব্দের পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে নবজাত শিশুর ভুমিষ্টের পূর্বের মাথার চুল, কেননা বাচ্চা ভুমিষ্টের সপ্তমদিন তার মাথার চুলগুলো মুন্ডিয়ে ফেলা হয়। আর মাথা মুন্ডানোর সময় জিয়াফতের উদ্দেশ্যে বকরী বা দুম্বা জবাই করা হয় সেই সুবাধে ঐ পশুকে আক্বীকা বলা হয়।(মাজাহেরুল হক্ব ৫/৬৫পৃ:,মাছায়েলে ঈদাঈন ২১৭)

আক্বীকা কি ও কেন?

তৎকালে আরববাসীরা তাদের সন্তানদের আক্বীকা করত,আর এই আক্বীকায় অনেক উপকার রয়েছে। তাই নবী করীম (সাঃ) সেই আক্বীকা প্রথাকে আজ পর্যন্ত বহাল রেখেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সকল উম্মতের জন্য বহাল থাকবে। আর রাসুল (সাঃ) নিজেও এই আমল করেছেন এবং অন্যদেরকেও করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এই আক্বীকায় যে সব উপকার রয়েছে সেগুলো হচ্ছে-

(১) আক্বীকা দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাচ্চার পিতা মাতা ও বংশের পরিচয় প্রকাশ হয়ে থাকে। যার ফলে এ বাচ্চার প্রতি মানুষের অপমান ও অপবাদ মূলক কথা বলতে পারেনা।

(২) আক্বীকার মাধ্যমে দানশীলতার অনুকরণ ও কৃপনতা পরিত্যাগের অর্থ প্রকাশ পায়।

(৩) নাসারারা যখন তাদের বাচ্চা হত তখন তারা তাকে হলুদ রং মেখে দিত,আর ইহাকে (عمويه) বলে এবং তারা বলত যে এর দ্বারা বাচ্চা নাসারা হয়ে গিয়েছে।আর তাদের এই প্রথার উপর কুরআন কারীমের আয়াত উপমা পেশ করত।

(صبغةالله و من احسن من الله صبغة)

অর্থঃ আমরা আল্লাহর রঙ গ্রহণ করেছি আর আল্লাহর রঙের চেয়ে কার রঙ উত্তম হবে।

সুতরাং নাসারাদের বিপরিতে দ্বীনে মুহাম্মাদী (সাঃ) এর মধ্যেও এমন কিছু পৃথক আমল থাকা উচিৎ যার দ্বারা বাচ্চা ইসলামী এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমী ও ইসমাঈলীর অনুসারী বুঝা যায়।

আর সে ক্ষেত্রে যে সব ঘটনা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ও ইসমাঈল (আঃ)এর সাথে খাস এবং ধারাবাহিক ভাবে পরবর্তিদের মধ্যেও প্রচলন হয়ে আসছে। তম্মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈলকে আল্লাহর নামে জবাই করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহন করা, আর আল্লাহ পাক তাঁর উপর রাযী হয়ে তাঁর পরিবর্তে হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) আরো উত্তম কুরবানীর পশু দ্বারা পুরস্কৃত করার ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। আর

সেই ঘটনার স্মরণার্থে হজ্বের মধ্যে হাজীদের জন্য মাথা মুন্ডানো এবং জন্তু জবাই করা অন্যতম আমল। আর এই হজ্বের আমলের সাথে সাদৃশ্য করে নবজাতকের মাথা মুন্ডায়ে জন্তু জবাই করা মানে একথাই প্রমাণ করা যে,আমরা এবং আমাদের সন্তান মিল্লাতে হানীফ অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীনের উপর অটল,অর্থাৎ ইসলামের উপর কায়েম দায়েম হয়ে গেছি।

(৪) আক্বীকার ৪র্থ উপকার ও রহস্য হচ্ছে বাচ্চার জন্মলগ্নে আক্বীকা করা মানে বাচ্চাকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) করেছেন।

(৫) আক্বীকা করলে এই বাচ্চা নাবালিগ অবস্থায় মারা গেলে মাতা-পিতার জন্য কিয়ামতের দিবসে সুপারিশকারী হবে। আর যদি পিতা-মাতার সামর্থ থাকা সত্বেও আক্বীকা না করে তাহলে এ বাচ্চা তাদের জন্য সুপারিশ করবেনা।

(৬) আক্বীকা করা ব্যতিত বাচ্চা মুছিবত হতে নিরাপদ এবং খাইর বরকত হতে বঞ্চিত থাকে অর্থাৎ যতক্ষন পর্যন্ত আক্বীকা না করা হয় ততক্ষন পর্যন্ত রোগ ব্যাধির নিকটবর্তি হয়, নিরাপত্তা এবং সুস্থতা হতে দূরে থাকে।

যেমনি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

كل غلام رهينة بعقيقته

শরীয়তে আক্বীকার বিধান ও তার প্রমান:

হানাফী মাযহাব মতে আকীকা করা সুন্নাত/মুস্তাহাব। ‘‘মা-লা বুদ্দাহ মিনহু’’ নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, ইমাম মালেক (রহ:), ইমাম শাফী (রহ:) ও ইমাম আহমদ (রহ:) এর নিকট আকীকা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ইমাম আহমদ হতে ওয়াজিবের উপরও একটি বর্ণনা আছে। তবে ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ:) এর নিকট আকীকা মুস্তাহাব আর ইহাই আমাদের মাযহাব। (মা:সি:১৭৮)

বাচ্চার জন্মের খুশিতে শুকরিয়া স্বরূপ ও বাচ্চাকে বালা-মুছিবত হতে রক্ষার জন্য সপ্তম দিন অর্থাৎ বাচ্চা যদি শুক্রবারে ভুমিষ্ট হয় তাহলে তার পরবর্তী বৃহস্পতিবারে ছেলের

জন্য দুটি বকরী আর মেয়ের জন্য একটি বকরী জবাই করবে এবং বাচ্চার মাথা মুন্ডায়ে মাথার চুল ওজন করে সে পরিমান রূপা বা তার মূল্য ছদকা করে দিবে এবং বাচ্চার মাথায় জাফরান মেখে দিবে। এগুলো সব মুস্তাহাব।

হাদীস শরীফে প্রমাণিত ঃ

قال رسول الله ﷺ كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى (ترمذى شريف ج/١ص/١٨٣۔ مسائل عيدين/٢٢٠)

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- প্রত্যেক বাচ্চা তার আকীকার উপর জামিন হয়ে থাকে সুতরাং সপ্তম দিন বাচ্চার পক্ষ হতে জন্তু জবাই করবে, তার মাথা মুন্ডায়ে দিবে এবং তার একটি ইসলামী নাম রাখবে। (তিরমিজী শরীফ ১/১৮৩)

এখানে হাদীসের অর্থে জামিন লিখা হয়েছে, জামিন অর্থাৎ বিপদ-আপদ, বালা, মুছিবত, রোগ-ব্যাধির জামিন। বাচ্চার নামে যখন আকীকা করা হয় তখন বাচ্চা এ সবগুলো থেকে রক্ষা পায়।

জামিনের আর এক অর্থ হচ্ছে,এই বাচ্চা যদি নাবালিগ অবস্থায় মারা যায় তাহলে মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশের জামিন হবে।

বাচ্চার মাথায় আকীকার রক্ত নয় জাফরান মাখবে

হযরত বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন :

كنافي الجاهلية اذاولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة يوم السابع ونحلق رأسه و نلطخه بزعفران (ابوداؤد شريف ج/٢ص/٣٧)

অর্থ ঃ জাহিলিয়্যাতের যুগে আমাদের কারো সন্তান হলে আমরা বকরী ইত্যাদি জবাই করতাম এবং তার রক্ত দিয়ে বাচ্চার মাথা রঙ্গিন করতাম অতপর যখন ইসলাম ধর্ম এসেছে তখন থেকে আমরা বকরী ইত্যাদি জবাই করি। বাচ্চার মাথা মুন্ডাই এবং জাফরান বাচ্চার মাথায় মেখে দিই।

বাচ্চার চুলের ওজন পরিমান রূপা ছদকা করা

নবজাত শিশুর মাথার চুল পরিমান রুপা ছদকা করার কারণ হচ্ছে মানুষ বীর্য, রক্ত ইত্যাদি নাপাক ধাতু হতে রুপান্তর হয়ে একটি বাচ্চায় পরিণত হওয়া আল্লাহর পক্ষ হতে এক মহা নিয়ামত। সেই নিয়ামতের শোকর আদায় করা আবশ্যক। আর উত্তম শোকর হচ্ছে সেই নিয়ামতের বদলায় কিছু দান,ছদকা করা। ভুমিষ্টকালে বাচ্চার মাথার যে চুল ছিল সেগুলো নাপাকীর নিশান ছিল। আর সেটা ফেলে দেয়াতে বাচ্চার মধ্যে শুন্যতা প্রকাশ পায়, তাই তার সমপরিমান রুপা দান করে তা পূর্ণ করা হয়।

রুপার কথা এ জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে রুপার দাম কম, মোটামুটি সবার পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয়।
(মাছায়েলে ঈদাইন ২২৬)

তাছাড়া হাদীস শরীফে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল (সাঃ) স্বীয় নাতী হাছান ইবনে আলীর (রাঃ) আক্বীকায় একটি বকরী জবাই করলেন এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন: হে ফাতেমা, তার মাথা মুন্ডিয়ে দাও এবং তার চুলের ওজন পরিমাণ রুপা ছদকা করে দাও।বাচ্চা মৃত ভুমিষ্ট হলে আক্বীকা করতে হবেনা।
(তরবিয়তুল আওলাদ ১ম খ:৯৯) (হাদীসটি গবেষনাধীন)

মাছআলাঃ একটি জন্তুতে কুরবানী ও আক্বীকা উভয় শরীক আছে। ঐ জন্তু জবাই করার পূর্বেই যদি বাচ্চা মারা যায় তাহলে আক্বীকার অংশটিতে কুরবানীর নিয়ত করে নেয়া অথবা অন্য কোন কুরবানী ইচ্ছুক ব্যক্তিকে শরীক করে কুরবানী করলেও কুরবানী হবে। কোন শরীক গ্রহন করা ছাড়াও কুরবানী করতে পারবে। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/২০৫)

মাছআলাঃ যদি কারো একথা জানা থাকে যে,তার নিজের এবং তার মাতা-পিতার আক্বীকা করা হয়নি,তাহলে সে বড় একটা পশু দিয়ে তার বাচ্চার আক্বীকার সাথে উল্লেখিত সবার আক্বীকা করতে পারবে। যদি তারা সবাই জীবিত থাকে। আর যদি

তাদের আক্বীকা পূর্বে হয়ে থাকে তাহলে এখন দ্বিতীয়বার আক্বীকা করার কোন বিধান নাই, পুরো পশুটাই বাচ্চার আক্বীকা করবে। (ফা:রহীমিয়া ৬/১৭৯)

মাছআলাঃ বহু জায়গায় মানুষ রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মৃত ব্যক্তির নামে আক্বীকা করে থাকে, ইহা নিতান্ত ভূল রেওয়াজ। কেননা, আক্বীক্বা জীবনে একবারই হয়ে থাকে। তাও জীবিতাবস্থায় হতে হবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে আক্বীকা হয়না, বরং তাদের জন্য নফল কুরবানী করার বিধান আছে এবং তাতে ছাওয়াবও বেশী। (মাছায়েলে ঈদাইন ২২৯)

মাছআলাঃ দুই ছেলে ও এক মেয়ের পক্ষ থেকে দু বৎসরের একটি মহিষ বা গাভীর বাচ্চা আক্বীকা করলেও আক্বীকা হবে। বরং তার মধ্যেও কুরবানীর মত সাত অংশ জায়েয হবে। (ফা:মাহমুদিয়া ১/৩৫১)

আক্বীকা কয় বকরী দিয়ে করবে?

যদি সামর্থ থাকে তাহলে ছেলের জন্য দুটি আর মেয়ের জন্য একটি বকরী অথবা গরু, মহিষ,উট হতে ছেলের জন্য দু'অংশ আক্বীকা করবে। আর যদি সামর্থ না হয় তাহলে ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা করাই যথেষ্ট। দুইটা করা জরুরী নয়।(ফা:রহীমিয়া ২/৯৪)

মা'আরিফুল হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল করীম (সাঃ) হযরত হাছান ও হোছাইন (রাঃ) এর আক্বীকায় একটা করে দুম্বা জবাই করেছেন। ইহা সম্ভবত এজন্যই করেছেন যে তখন রাসূল (সাঃ) আর্থিকভাবে এত সচ্চল ছিলেন না এবং এটা সকল উম্মতের জন্য একটা নযীরও বটে। যাদের বেশী সামর্থ নেই তারা যেন একটি ছাগল দিয়ে হলেও এ আমল পালন করতে পারে। (মা'আরিফুল হাদীস ৬/২৮)

ছেলের ক্ষেত্রে দু'টি কেন?

যাদের সামর্থ আছে তারা ছেলের জন্য দুইটা বকরী আক্বীকা করা মুস্তাহাব।তার কারন হচ্ছে, মানুষের নিকট মেয়ের

তুলনায় ছেলে বেশী উপকারী,তাই আক্বীকার মধ্যেও ছেলেকে প্রাধান্য দিয়ে তার জন্য দুটো বকরী জবাই করা হয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ৪১৫)

* দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আক্বীকার প্রচলন ইয়াহুদীদের মধ্যেও ছিল,কিন্তু তারা শুধু ছেলের পক্ষ হতে আক্বীকা করত, মেয়েদের পক্ষ হতে করতনা।ইহা মেয়েদের প্রতি অনিহার বর্হিপ্রকাশ,কিন্তু রাসূল (সাঃ) এই অবমাননাকর প্রথাকেও সংশোধন করেছেন এবং মেয়েদের পক্ষ থেকেও আক্বীকা করতে নির্দেশ দিলেন। তবে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে সৃষ্টিগত ও কুদরতী ভাবে যেই পার্থক্য রয়েছে যেমন;পিতৃ সম্পদ অধিকারে ছেলে মেয়ের দ্বিগুন, সাক্ষী, ইমামত, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের উর্ধে,সে পরিপেক্ষিতে রাসূল (সাঃ) আক্বীকার মধ্যেও পার্থক্য করেছেন। (মা'আরিফুল হাদীস ৬/৬৪,কানযুল উম্মাল ২৭২)

আক্বীকার মাছায়েল

মাছআলা ঃ বাচ্চা ভুমিষ্ট হওয়ার সপ্তম দিন আক্বীকা করা মুস্তাহাব।আর যদি সপ্তম দিন সম্ভব না হয় তাহলে তারপর যে দিনেই করুক সপ্তম দিনের লক্ষ্য রাখা উচিৎ অর্থাৎ বাচ্চা যদি শুক্রবারে ভুমিষ্ট হয়,তাহলে তার পরবর্তি বৃহস্পতিবারে আক্বীকা করবে। আর বাচ্চা যদি শনিবারে ভুমিষ্ট হয় তাহলে তার পরবর্তি শুক্রবারে আক্বীকা করবে। এমনি ভাবে সাত দিনের পর যেই দিনই আক্বীকা করবে উল্লেখিত নিয়মে করবে।

মাছআলাঃ আক্বীকার সময় আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে, নাপিত যখনই বাচ্চার মাথার চুল কাটার জন্য খুর ব্যবহার করবে তখনই আক্বীকার জন্তু জবাই করবে। ইহা কোন জরুরী নয় বরং সেই দিন যখন ইচ্ছা মাথা মুন্ডাতে পারবে আর যখন ইচ্ছা জন্তু জবাই করতে পারবে। উভয়টা এক সঙ্গে হওয়া জরুরী নয়। আগে পরেও হতে পারে,চাই মাথা মুন্ডানো আগে হোক কিংবা জন্তু জবাই আগে। তাতে কোন অসুবিধা নেই। (বে:জি: ৩/৪৩,মাছা:ঈদাইন ২৩০)

মাছআলাঃ বাচ্চা ছেলে হোক,মেয়ে হোক আক্বীকার

জন্তুর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই,অর্থাৎ জন্তু পুংলিঙ্গ-স্ত্রী লিঙ্গ উভয়টার যে কোন একটা জবাই করলেই চলে,পার্থক্য শুধু এটুক যে মেয়ের জন্য একটা আর ছেলের জন্য দুটা করা উত্তম। (কিফায়াতুল মূফতী ৮/২৪১)

মাছআলাঃ পুরুষ বাচ্চার জন্য দুইটি বকরী আক্বীকা করা মুস্তাহাব। দুইটা করতে না পারলে একটাই যথেষ্ট।
(কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৪৪)

মাছআলাঃ আক্বীকা না করলে কোন গুনাহ হবেনা। (বেহেস্তী জিউর ৩/৪৩)

মাছআলাঃ একটি গরু,মহিষ,উট ইত্যাদি বড় পশু যেগুলো দ্বারা কুরবানী জায়েয। এমন একটি দ্বারা যেমনি সাতটি কুরবানী জায়েয তেমনি সাতটি আক্বীকাও জায়েয। তবে ছেলের আক্বীকার জন্য দুই শরীক হিসাব করলে এক জন্তু দ্বারা ১ছেলে, ৫ মেয়ে/২ ছেলে ৩ মেয়ে /৩ ছেলে ১মেয়ের আক্বীকা করা যাবে।

মাছআলাঃ একটি বড় জন্তুর মধ্যে আক্বীকার নিয়তে একাধিক মানুষ শরীক হতে পারবে। তবে সকলের নিয়ত কুরবানী/আক্বীকার নিয়ত থাকতে হবে। কেউ আক্বীকার নিয়ত আবার কেউ কুরবানীর নিয়তও করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে সাত শরীকের বেশী হতে পারবেনা এবং কাহারো অংশ হতে কম হতে পারবেনা। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৪২,মাছায়েলে ঈদাইন ২৩১)

মাছআলাঃ আক্বীকার গোস্ত তিন ভাগের একভাগ গরীব মিসকিনদের বন্টন করে দেয়া উত্তম।বাকী দুইভাগ আত্বীয় স্বজনদের নিয়ে জিয়াফত দিবে।আর যদি সবগুলোই নিজেরা এবং আত্বীয় স্বজনদের নিয়ে খেয়েনেয় তাহলেও আক্বীকার মধ্যে কোন অসুবিধা হবে না। (কিফায়া ৮/২৪৪)

মাছআলাঃ কুরবানী এবং আক্বীকা উভয়টার একই হুকুম। অর্থাৎ কুরবানীর মধ্যে শরীক জায়েয তেমনি আক্বীকার মধ্যেও জায়েয,যার বিস্তারিত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরবানীর গোস্ত যেমনি কুরবানীদাতা সহ সকলে খাওয়া জায়েয

তেমনি আক্বীকার গোস্তও খাওয়া জায়েয।
(আজীজুল ফাতওয়া ১/৭১৬, কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৪৩)

মাছআলাঃ আক্বীকার গোস্ত বাচ্চার মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী সহ সকলেই খাওয়া জায়েয।

মাছআলাঃ আমাদের দেশে অনেকে বলে থাকেন যে, আক্বীকার জন্য জবাইকৃত জন্তুর হাঁড় ভাঙ্গা জায়েয নেই। এসব কথার কোন ভিত্তি নেই বরং কুরবানী বা অন্যান্য জবাইকৃত জন্তুর ন্যায় আক্বীকার জন্তুরও হাঁড় ভাঙ্গা জায়েয। এতে বাচ্চা বা আক্বীকার উপর কোন প্রভাব পড়বেনা।
(কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৪৩,মাহমুদিয়া ৪/২৯৩,মিশকাত ৩৬২)

মাছআলাঃ আক্বীকা ও কুরবানীর গোস্ত অমুসলিমকেও দেওয়া জায়েয। (আজীজুল ফাতওয়া ১/৭২১)

মাছআলাঃ আক্বীকার জন্তুর মাথা নাপিতকে, রান ধাত্রিকে দেয়া জরুরী মনে করা ভুল, ইচ্ছা হলে দাও আর না হয় না দাও, মাথা বা রান কেন, অন্য গোস্তও দিতে পারবে। আর কিছু না দিলেও কোন অসুবিধা নেই।
(আজীজুল ফাতওয়া ১/৭১৬, মিশকাত শরীফ ৩৬২,বে:জি: ৬/১৩)

মাছআলাঃ যেই জন্তু দিয়ে কুরবানী জায়েয নেই সেগুলো দিয়ে আক্বীকাও জায়েয হবেনা। অর্থাৎ আক্বীকা আদায় হবেনা। (ফতওয়া শামী)

মাছআলা ঃ জন্তুর মধ্যে কুরবানী ছহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আছে সেই সকল শর্ত আক্বীকার জন্যও আবশ্যক। (মাছায়েলে ঈদাইন ২৩৭)

আক্বীকার চামড়ার বিধান ঃ

মাছআলাঃ কুরবানীর পশুর চামড়ার মত আক্বীকার পশুর চামড়াও নিজে ব্যবহার করতে পারবে,যে কোন কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু কুরবানীর চামড়ার ন্যায় আক্বীকার চামড়া বিক্রি করলে ছদকা করা ওয়াজিব নয়। বরং মুস্তাহাব। (ইমদাদুল ফাতওয়া ৩/৬১৯)

মাছআলাঃ আক্বীকার জন্তুর চামড়া বিক্রিত পয়সা

ধনী-গরীব, বনী হাশেম সবাইকে দেয়া জায়েয।
(ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৬১৯)

আক্বীকার জন্তু জবাই করার দোয়া

আক্বীকার জন্তু জবাই করার সময় যদি স্মরণ থাকে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে। দোয়া

اللهم هذه عقيقة ابنى (বাচ্চার নাম) دمها بدمه و عظمها بعظمه و جلدها بجلده و شعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابنى (বাচ্চার নাম)......

বাচ্চা যদি মেয়ে হয় তাহলে উল্লেখিত দোয়ার ه এর স্থলে ها পড়তে হবে। যেমনঃ-

اللهم هذه عقيقة بنتى (মেয়ের নাম) دمها بدمها وعظمها بعظمها الخ

এই ভাবে শেষ পর্যন্ত পড়বে। আর যদি বাচ্চার পিতা ছাড়া অন্য কেউ জন্তু জবাই করে তাহলে পিতার নাম নিয়ে বলবে

هذه عقيقة فلان بن فلان

আর মেয়ের ক্ষেত্রে বলবে

هذه عقيقة فلان بنت فلان এবং উল্লেখিত দোয়ার সাথে ইন্নী ওয়াজ্জাহতু অর্থাৎ

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وماأنا من المشركين

পর্যন্ত পড়বে।

তারপর بسم الله الله اكبر বলে اللهم منك ولك বলিয়া জন্তুটি জবাই করবে। (ফাঃ রহীমিয়া ২/৯৩)

*** জ্ঞাতব্য ঃ-**

উল্লেখিত দোয়াগুলো মুখস্ত থাকলে পড়বে, নাহয় জরুরী নয়। এই দুয়া পড়া ব্যতীতও জবাই করা জায়েয। তবে জবাইয়ের সময় বিছমিল্লাহ পড়া আবশ্যক।

আক্বীক্বা উপলক্ষে প্রদানকৃত উপহারের মালিক কে?

মাছআলাঃ বাচ্চার আক্বীক্ব া, জন্ম দিবস ও সুন্নতী (মুসলমানী) উপলক্ষে যে সব হাদিয়া বা উপহার, উপঢৌকন

বাচ্চাকে দেয়া হয় সেগুলো মূলত বাচ্চাকে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং বাচ্চার মাতা-পিতাকেই দেয়া উদ্দেশ্য, তাই সেগুলোর মালিক মাতা-পিতাই হবেন। তারা সেগুলো যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। আর যদি কেউ বাচ্চাকে দেয়ার উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকে, মাতা-পিতাকে নয়, তাহলে সেগুলোর মালিক বাচ্চারাই হবে। বাচ্চা যদি বুঝমান হয় তাহলে সে নিজেই গ্রহণ করলে মালিক হয়ে যাবে। আর যদি বাচ্চা অবুঝ হয় তাহলে নিজে গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই, তাহলে তার পক্ষ থেকে পিতা-মাতা না থাকলে দাদা গ্রহণ করে নিলে বাচ্চা মালিক হবে।

মাছআলা ঃ যদি বাচ্চার বাপ-দাদাও না থাকে তাহলে বাচ্চা যার তত্বাবধানে লালন পালন হচ্ছে সে তা গ্রহণ করে নিবে। বাচ্চার বাপ-দাদার উপস্থিতিতে মা, দাদী, নানী ও অন্যান্যরা গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

নাবালিগের সম্পদের বিধান

মাছআলাঃ যেই জিনিষ নাবালিগের মালিকানায় তার বিধান হচ্ছে, সেগুলো ঐবাচ্চার উপকারের কাজেই ব্যয় করতে হবে। কেউ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবেনা। স্বীয় মাতা-পিতাও নিজেদের কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবেনা এবং অন্য কোন বাচ্চাকে দেয়া, অন্য বাচ্চার কাজে ব্যবহার করাও জায়েয নেই।

মাছআলা ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও দেখা যায় যে, বাচ্চাকে দিয়েছে কিন্তু যদি কোন প্রকারে বুঝা যায় যে মূলতঃ মাতা-পিতাকেই দেওয়া উদ্দেশ্য বাচ্চা শুধু বাহানা মাত্র। তবে সেগুলোর মাতা-পিতাই মালিক। তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, মায়ের পক্ষের আত্মীয়রা দিয়েছেন না বাবার পক্ষের। যদি মায়ের পক্ষের আত্মীয়রা দেন তাহলে মা মালিক। আর যদি বাবার পক্ষের আত্মীয়রা দেন তাহলে বাবা মালিক। (ফঃশামী ৪/৭৮৪ বেঃজিঃ৫/৪৬)

❖ সমাপ্ত ❖

আল-মানাহিল ইসলামিক ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন বাংলাদেশ-এর

❖ উদ্দেশ্য সমূহ ❖

❖ জাতিকে তাওহীদ ও রিসালত ভিত্তিক আক্বীদায় দৃঢ় ও মজবুত করে ইসলামের মূল ভিত্তি সমূহকে আঁকড়ে ধরে জীবন যাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

❖ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার আজকের শিশুদের দ্বীনী ও আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি নিশ্চিত করা।

❖ জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন প্রচার, প্রসার ও ধারণ করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে উজ্জিবিত করা।

❖ ইসলামী বই-পুস্তক রচনা ও সংকলন করে প্রকাশ করা ও ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র বিশ্বে মানবজাতির সামনে ইসলামের অনুপম আদর্শ ও মানবতাবোধ প্রচার করা।

❖ আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট বিশ্বে একমাত্র তাঁরই রবূবিয়্যত প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

❖ আর্ত-মানবতার সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইসলামের মহান আদর্শ ভিত্তিক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে এতিম, বিধবা, অসহায়, বয়োবৃদ্ধদের ভরণ-পোষণের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করা।

❖ ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দায়ী ও দাওয়াতী কর্মি তৈরি করে বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের অনুপম আদর্শের প্রচার ও প্রসার সাধন করা।